الشيطان

শয়তান- ৬

পবিত্র কোরআনে ইব্‌লীস /শয়তান সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা কি বলেছেন?

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছেঃ ইব্‌লীস/শয়তান

" শয়তান" শব্দটি পবিত্র কোরআনে ৮৮ বার এবং "ইব্‌লীস" শব্দটি ১১ বার উল্লেখিত হয়েছে। পবিত্র কোরআনে শয়তান সংক্রান্ত কয়েকটি আয়াত নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা মারিয়াম

১) আমি কাফিরদের জন্য শয়তানদেরকে পাঠিয়েছি তাদেরকে মন্দ কর্মে প্রলুব্ধ করবার জন্যে।

সুরা ১৯ মারিয়াম, আয়াতঃ ৮৩

اَلَمۡ تَرَ اَنَّاۤ اَرۡسَلۡنَا الشَّيٰطِيۡنَ عَلَى الۡكٰفِرِيۡنَ تَؤُزُّهُمۡ اَزًّا ﴿۸۳﴾

তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আমি কাফিরদের জন্য শয়তানদেরকে পাঠিয়েছি তাদেরকে মন্দ কর্মে প্রলুব্ধ করবার জন্যে।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা ত্বা-হা

২) শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিলো;

সুরা ২০ ত্বা-হা, আয়াতঃ ১২০

فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطٰنُ قَالَ يٰۤاٰدَمُ هَلْ اَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَ

مُلْكٍ لَّا يَبْلٰى ﴿۱۲۰﴾

অতঃপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিলো; সে বললো হে আদম(আঃ)! আমি কি তোমাকে বলে দিবো অনন্ত জীবনপ্রদ বৃক্ষের কথা ও অক্ষয় রাজ্যের কথা?

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আম্বিয়া

৩) আমি(আল্লাহ) তাদের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতাম।

সুরা ২১ আম্বিয়া, আয়াতঃ ৮২

وَ مِنَ الشَّيٰطِيْنِ مَنْ يَّغُوْصُوْنَ لَهٗ وَ يَعْمَلُوْنَ عَمَلًا دُوْنَ ذٰلِكَ ۚ وَ

كُنَّا لَهُمْ حٰفِظِيْنَ ﴿۸۲﴾

এবং শয়তানদের মধ্যে কতক তার জন্যে ডুবুরীর কাজ করতো এটা ছাড়া অন্য কাজও করতো , আমি তাদের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতাম।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল হাজ্জ

৪) শয়তান তার আকাঙ্ক্ষায় কিছু প্রক্ষিপ্ত করে আল্লাহ তা বিদূরিত করেন, অতঃপর আল্লাহ তার আয়াতসমূহকে আরো মজবুত করেন আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

সুরা ২২ আল হাজ্জ, আয়াতঃ ৫২

وَ مَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّ لَا نَبِيٍّ اِلَّاۤ اِذَا تَمَنّٰۤى اَلْقَى
الشَّيْطٰنُ فِيْۤ اُمْنِيَّتِهٖ ۚ فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطٰنُ ثُمَّ
يُحْكِمُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۙ﴿۵۲﴾

আমি তোমার পূর্বে যে সব রাসুল কিংবা নবী প্রেরণ করেছি তাদের কেউ যখনই আকাঙ্ক্ষা করেছেন, তখনই শয়তান তার আকাঙ্ক্ষায় কিছু প্রক্ষিপ্ত করে আল্লাহ তা বিদূরিত করেন, অতঃপর আল্লাহ তার আয়াতসমূহকে আরো মজবুত করেন আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

৫) যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, যাদের পাষাণ হৃদয়; অত্যাচারীরা দুস্তর মতভেদে রয়েছে।

সুরা ২২ আল হাজ্জ, আয়াতঃ ৫৩

لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطٰنُ فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّ
الْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ ؕ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَفِيْ شِقَاقٍۭ بَعِيْدٍ ﴿٥٣﴾

এটা এজন্যে যে, শয়তান যা প্রক্ষিপ্ত করে তিনি ওকে পরীক্ষা স্বরূপ করেন তাদের জন্যে যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, যাদের পাষাণ হৃদয়; অত্যাচারীরা দুস্তর মতভেদে রয়েছে।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা মু'মিনুন

৬) আমি আপনার (আল্লাহর) আশ্রয় প্রার্থনা করি শয়তানের প্ররোচনা হতে।

সুরা ২৩ মু'মিনুন, আয়াতঃ ৯৭

وَقُلْ رَّبِّ اَعُوْذُبِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ ﴿٩٧﴾

আর বলঃ হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি শয়তানের প্ররোচনা হতে।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আন নূর

৭) আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ না থাকলে তোমাদের কেউ কখনো পবিত্র হতে পারতো না, তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করে থাকেন এবং আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

সুরা ২৪ আন নূর, আয়াতঃ ২১

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّبِعُوا۟ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ وَمَن يَتَّبِعْ
خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَإِنَّهُۥ يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ
ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ
ٱللَّهَ يُزَكِّى مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢١﴾

হে মু'মিনগণ!তোমরা শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না; কেউ শয়তানের পদাংক অনুসরণ করলে সে অশ্লীলতা ও মন্দ কাজের নির্দেশ দেবে, আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ না থাকলে তোমাদের কেউ কখনো পবিত্র হতে পারতো না, তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করে থাকেন এবং আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা ফুরকান

৮) শয়তান মানুষের জন্যে মহা প্রতারক।

সুরা ২৫ ফুরকান , আয়াতঃ ২৯

لَقَدْ اَضَلَّنِیْ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَآءَنِیْ ؕ وَ كَانَ الشَّیْطٰنُ لِلْاِنْسَانِ

خَذُوْلًا ﴿۲۹﴾

আমাকে তো সে বিভ্রান্ত করেছিলো আমার নিকট উপদেশ পৌঁছবার পর; শয়তান মানুষের জন্যে মহা প্রতারক।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা শুয়ারা

৯) শয়তানরা এ নিয়ে (কুরআন সহ) অবতীর্ণ হয়নি।

সুরা ২৬ শুয়ারা , আয়াতঃ ২১০

وَ مَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّیٰطِیْنُ ﴿۲۱۰﴾

শয়তানরা এ নিয়ে (কুরআন সহ) অবতীর্ণ হয়নি।

১০) কার নিকট শয়তানরা অবতীর্ণ হয়?

সুরা ২৬ শুয়ারা , আয়াতঃ ২২১

هَلْ اُنَبِّئُكُمْ عَلٰی مَنْ تَنَزَّلُ الشَّیٰطِیْنُ ﴿۲۲۱﴾ؕ

তোমাদেরকে কি জানাবো কার নিকট শয়তানরা অবতীর্ণ হয়?

১১) প্রত্যেকটি ঘোর মিথ্যাবাদী ও পাপীর নিকট।

সুরা ২৬ শুয়ারা , আয়াতঃ ২২২

تَنَزَّلُ عَلٰى كُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ ﴿٢٢٢﴾

তারা তো অবতীর্ণ হয় প্রত্যেকটি ঘোর মিথ্যাবাদী ও পাপীর নিকট।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা নামল

১২) শয়তান তাদের কার্যাবলী তাদের নিকট শোভন করেছে এবং তাদেরকে সৎপথ হতে বিরত করেছে; ফলে তারা সৎপথ পায় না।

সুরা ২৭ নামল , আয়াতঃ ২৪

وَجَدْتُّهَا وَ قَوْمَهَا يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ زَيَّنَ لَهُمُ

الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُوْنَ ﴿٢٤﴾

আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম তারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সিজদা করছে; শয়তান তাদের কার্যাবলী তাদের নিকট শোভন করেছে এবং তাদেরকে সৎপথ হতে বিরত করেছে; ফলে তারা সৎপথ পায় না।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আমাদের সব সময় আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের দেখানো পথ অনুসরণ করে চলা উচিত। শয়তানের পদাংক অনুসরণ করে চললে নিঃসন্দেহে তোমরা মুশরিক হয়ে যাবে কারণ শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। শয়তান তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা ছলনা মাত্র।

সুতরাং আল্লাহর হিদায়াতই হচ্ছে সত্যিকারের সঠিক হিদায়াত, আর আমাদেরকে সারা জাহানের প্রতিপালকের সামনে আত্মসমর্পনের

নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অতএব আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের পথ অনুসরণ করে চললে আমরা এই দুনিয়ার জীবনে ও আখেরাতে শান্তিতে থাকতে পারবো। আল্লাহ আমাদের সবাইকে শয়তানের দেখানো পথ থেকে দূরে থাকার তৌফিক দান করুন।

আমীন।

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

……